ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৪৫১৯
আগরতলা, ৮ মার্চ, ২০১৯

আন্তর্জাতিক নারী দিবস
অধিকাংশ কেন্দ্রীয় প্রকল্প মহিলাদের কথা চিন্তা করেই চালু করা হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

ভারতবর্ষে নারীদের সব থেকে বেশি সম্মান করা হয়। নারীদের সম্মান করা এ দেশের পরম্পরাগত ঐতিহ্য। আজ সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ২০১৪ সালে কেন্দ্রে সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে নারীদের স্বশক্তিকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের কল্যাণে যে প্রকল্পগুলি নেওয়া হয়েছে তার অধিকাংশই মহিলাদের কথা চিন্তা করে চালু করা হয়েছে। এরমধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় প্রকল্প হলো স্বচ্ছ ভারত অভিযান। এই প্রকল্পের অন্তর্গত প্রধানমন্ত্রী শৌচালয় যোজনা বিশেষ করে নারীদের সুরক্ষার্থেই করা হয়। এই প্রকল্পে ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শৌচালয় গড়ে তোলা হয়। এর ফলে বর্তমানে বিদ্যালয়গুলোতে ছেলেদের পাশাপাশি সমভাবে মেয়েদের উপস্থিতিও পরিলক্ষিত হচ্ছে। একই সঙ্গে বাড়ির মহিলাদের সুবিধার জন্য তাদের নিজ বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে। ত্রিপুরাতেও ১ লক্ষ ৩৫ হাজার শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং আরও সুরক্ষার জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিয়েছে। এই পদক্ষেপ নেওয়ার পর গত এক বছরে রাজ্যে নারী নির্যাতনের হার ৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। নারীদের সার্বিক সহযোগিতায় এ কাজে সাফল্য এসেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। আগামী ৫ বছরে ত্রিপুরাকে নারী নির্যাতনমুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ চলছে। গাঁজা সহ বিভিন্ন নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করার ক্ষেত্রেও ত্রিপুরাবাসী বিশেষ করে রাজ্যের মহিলারা সহযোগিতা করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য পুলিশে নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য ১০ শতাংশ পদ সংরক্ষণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বিদেশমন্ত্রী হিসাবে সুষমা স্বরাজ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসাবে নির্মলা সীতারমন এবং লোকসভার অধ্যক্ষ হিসাবে সুমিত্রা মহাজন সুনামের সঙ্গে কাজ করে দেশকে গর্বিত করেছেন। একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টেও মহিলা বিচারপতি রয়েছেন। আমাদের রাজ্যের মহিলারাও সমভাবে এগিয়ে যাবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে মহিলাদের রান্নার সুবিধার জন্য গ্যাস সংযোগের ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের রাজ্যেও ২ লক্ষ ১৫ হাজার পরিবারকে গ্যাস সংযোগ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। আগরতলায় মহিলাদের জন্য বি এড কলেজ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বি এড অনুপ্রেরণা অ্যাওয়ার্ড চালু করা হয়েছে। এছাড়াও নবম শ্রেণীতে পাঠরত প্রত্যেক ছাত্রীকে বাইসাইকেল প্রদান করা হচ্ছে। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মাধ্যমে ৫ হাজার পরিবারকে গাভী প্রদান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন এক্ষেত্রেও মহিলাদের প্রাধান্য দেওয়া হবে।

২য় পাতায়

এবারের রাজ্য বাজেটে বিভিন্ন ভাতার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। এতে করে বড় সংখ্যায় মহিলারা উপকৃত হবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। তিনি আরও বলেন, অপরাধীদের দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার হার অনেকটাই বেড়েছে। রাজ্যে চুরি, ছিনতাই, বাইক চুরি ইত্যাদি অপরাধের ক্ষেত্রেও কঠোর শাস্তি বিধানের জন্য আইন এনেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার নারীদের দুঃখ-কষ্ট মোচনে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আগামীদিনে মডেল রাজ্য গঠনে চাই আদর্শ মা, আদর্শ বোন। রাজ্যের মহিলারাও সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, সমাজের মূল নির্মাতা হচ্ছেন মহিলারা। তাই মহিলা ব্যতীত সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি বলেন, সমাজের অন্তিম স্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তির উন্নয়ন না হলে রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব নয়। রাজ্য সরকারের এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এই শ্লোগানটির স্বার্থকতা তখনই আসবে যখন নারীদের উন্নয়ন হবে। সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে দেশ যেভাবে এগিয়ে চলেছে সেইক্ষেত্রে মহিলাদেরও সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে। নারী দিবসকেও স্বাধীনতা দিবসের ন্যায় উদযাপন করতে হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি মহিলাদের কল্যাণে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পগুলি তুলে ধরে মহিলাদের এসকল বিষয়ে সচেতন থাকতে আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের সভাপতি সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, মহিলাদের সম্মান এবং অধিকার রক্ষার্থে এই দিনটি উদযাপন করা হয় যাতে করে মহিলারা কোন অংশে পিছিয়ে না থাকে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের মহিলারা অগ্রসর হচ্ছে। সমাজে মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে তবেই নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, মহিলাদের উন্নয়নে নিজেদের একশ শতাংশ উদ্যোগী হওয়ার পাশাপাশি পুরুষদেরও সেই বিষয়ে ভূমিকা রয়েছে। তাদেরকেও মহিলাদের উন্নয়নের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। অনুষ্ঠানে পর্যটন, পরিবহণ এবং কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব চৈতন্য মুর্তি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন নীলিমা ঘোষ এবং সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা দেবানন্দ রিয়াং।

উল্লেখ্য, এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের থিম হচ্ছে ‘থিঙ্ক ইকুয়েল, বিল্ড স্মার্ট, ইনোভেট ফর চেঞ্জ’। অনুষ্ঠানে আকস্মিক বক্তৃতা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। অভয়নগর হোমের আবাসিকরা অনুষ্ঠানে নাটক পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে আকস্মিক বক্তৃতা এবং ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষামন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা।

*****